যুগান্তর

22 Yugant

তারিখ ... 24 JAN 2008 ...

ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহার দাবি : ৭ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা

'শিক্ষকদের ঐতিহ্য হচ্ছে বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো'

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারামুক্ত ছাত্র-শিক্ষকদের বুধবার ঐতিহাসিক অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ছাত্ররা বিজয় মিছিলও করেছে। সমাবেশ থেকে কারামুক্তরাসহ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা অনতিবিলম্বে দেশ থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে গত আগস্টের ঘটনায় সারাদেশে দায়ের করা সব মামলা পুরোপুরি প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেছেন, এই দাবিতে তারা আগামী সাতদিন কালোব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে যাবেন। চালিয়ে যাবেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। কলাভবন ও কার্জন হলে উড়বে কালো পতাকা। একই সঙ্গে তারা আগের মতোই ক্লাস, পরীক্ষার হল ও গবেষণাগারে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের সমাবেশে শিক্ষক-ছাত্ররা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে রিমান্ডে অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা দেন। আজ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে কারাবন্দি ছাত্রদের সংবর্ধনা দেবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। গতকাল সংহতি সমাবেশটি ৮ ছাত্রের মুক্তির পর সম্প্রীতি সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশে শিক্ষকরা বলেছেন, শিক্ষকদের ঐতিহ্য হচ্ছে বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো। এটাকে শিক্ষকরা কর্তব্য মনে করেন। তারা বলেন, আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, আগামীদিনেও করব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরাজিত হতে পারে না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরাজিত হলে বাংলাদেশই পরাজিত হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ছাত্র-শিক্ষকরা মুক্তিলাভ করায় বুধবারের ক্যাম্পাস ছিল উৎসবমুখর। গোটা ক্যাম্পাসের চিত্র ছিল গত ৫ মাসের চেয়ে ব্যতিক্রম। যে কারণে সংহতি সমাবেশ রূপান্তরিত হয় সংবর্ধনা সভায়। এতদিন ঝিমিয়ে থাকা ছাত্র রাজনীতি আর আত্মগোপনে থাকা ছাত্র নেতারাও ফেরেন ক্যাম্পাসে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও প্রাণ ফিরে আসে প্রিয় শিক্ষক ও সহকর্মীদের প্রত্যাবর্তনে। সর্বত্র ছিল সাজ সাজ রব। সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকরা সকাল থেকেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। বেলা ১১টা বাজার আগেই তাই লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আর উন্নত মস্তকে প্রতিকৃতি অপরাজেয় বাংলা চত্বর।

পাশে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

● আরও ছবি পৃষ্ঠা ১৬

পাশে : বিপন্ন ছাত্রদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যথাসময়েই শুরু হয় অনুষ্ঠান। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. শফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ সভায় ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে যোগদান করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সব্যসাচী লেখক ও কবি সৈয়দ শামসুল হক, বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. কামরুল হাসান খান। এছাড়া কারামুক্ত ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র দেবের মা ডলি দেব, জাহেদুল ইসলাম বিপ্লবের মা শাহীন আখতার, আসাদুজ্জামানের বাবা ফয়েজউদ্দিন মোল্লা, রফিকুল ইসলাম সুজনের বাবা আবদুল হালিম শেখ, দীন ইসলাম আঞ্জেলের বাবা ইদরিস আলী প্রমুখ।

কারামুক্তদের বক্তব্য

অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, শিক্ষক-ছাত্ররা শান্তি চায়। তাদের ন্যায়ের সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও শুভের সংগ্রাম চলবে। দেশের স্বার্থে সব ছাত্রকে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন, সেই দেশ খুবই অভাগা— যে দেশে শিক্ষকদের জেলে ও রিমান্ডে নেয়া হয় যে দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষক-ছাত্রদের রাস্তায় নামতে হয়, তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সরকারকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

তিনি বলেন, টেলিভিশনে নাম দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল; যেহেতু অপরাধ করেননি, তাই তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জেলখানায় পাঠানোয় তিনি বিস্মিত হন। তিনি বলেন, জেলে থাকাকালে অনেক আত্মীয়স্বজন হারিয়েছেন। নীরবে শুধু চোখের পানি ফেলেছেন। ৩৫ বছর পর কারাগারে রেডিও শুনেছেন। খবর জানার জন্যই ছিল এই আয়োজন। অধ্যাপক আমিন বলেন, কাল মুক্তি পেয়েও এত খুশি হননি, যতটা আজ ছাত্রদের মুক্ত দেখে খুশি হয়েছেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একদিনের জন্যও ক্লাস বন্ধ করবেন না।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি আগস্টের ঘটনায় সারাদেশের সব মামলা প্রত্যাহার দাবি করে বলেন, এখনও বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা আটক আছে। এছাড়া কোন কেস ছাড়াই অনেক নেতাকে আটক করা হয়েছে, সরকার দেশ, শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে সবাইকে ছেড়ে দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারকে মনে রাখতে হবে জয়-পরাজয়ের কোন বিষয় নয় এটা। দেশের সবাই নিজে একটা পরিবার, আমরা শান্তি চাই। ছাত্ররা যা দেখিয়েছে তা অনুকরণীয়।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, রিমান্ডে এবং কারাগারে থাকাকালে একটা বিশ্বাস ছিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মানুষ দাঁড়াবে আবার। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষকে ভয়ের শাসনের মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়। কেননা এটা বাংলাদেশ; পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা সোমালিয়া নয়; বাংলাদেশ কোনদিন সোমালিয়াও হবে না।

তিনি অনতিবিলম্বে নির্বাচন দাবি করে বলেন, দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আছে; তাদের একমাত্র কাজ ছিল দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দায়িত্ব সম্পন্ন করা।

ঢাবির শিক্ষকদের অধ্যাদেশে রাজনীতি করতে বারণ করে না। ন্যায়ের পথে কথা বলতে বারণ করে না।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অতিদ্রুত রোডম্যাপে নয়, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। কেননা জরুরি অবস্থার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা জাতিক বিবেক হিসেবে সেনাবাহিনী ও তত্ত্বাবধায়ককে সরকারকে সহায়তা করতে চায়।

তিনি বলেন, আগস্টের দুর্ঘটনার একমাস আগে তিনি ক্যাম্পাস প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছিলেন। এটা করা হলে দুর্ঘটনা ঘটত না।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কোন অন্যায় করেনি। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি এবং প্রতিবাদ করেই যাব। শিক্ষকদের ঐতিহ্য হচ্ছে বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো আর একে শিক্ষকরা কর্তব্য মনে করেন।

অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বলেন, তাকে রিমান্ডে নিয়ে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু নতুন কিছু না পাওয়ার পরে আমি বলেছিলাম- দিস হোয়াট উই আর। উই আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি; আমরা কারাদণ্ড ভোগ করার প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম।

২১ আগস্টের ঘটনায় যাদের ইন্ধনে ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতন-অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকরা আছে, থাকবে। সেদিন আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা বিপন্ন ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, এটা যদি অন্যায় হয়, তবে অন্যায় করেছি। এই অন্যায় বারবার করব।

অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, এভাবে জেলে যেতে হবে ভাবিনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেলে যেতে হয়েছে; আগামীদিনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করব; সংঘবদ্ধ থাকার কারণে আমাদের ছাড়তে বাধ্য হয়েছে সরকার। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরাজিত হতে জানে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরাজিত হলে বাংলাদেশই পরাজিত হয়। কেননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস জড়িত। শিক্ষকদের অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ রায়ের ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, সরকার শিক্ষকদের ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে তা সম্মানজনক হয়নি। নির্যাতন এবং জেল-জুলুমের পরও চার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাথানত করতে দেননি।

বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী অতিদ্রুত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার দাবি করে বলেন, জাতিকে মুক্তি দিন। কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক বলেন, যারা এখনও কারাগারে তাদের আন্দোলনের মাধ্যমেই মুক্ত করতে হবে। শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক আজাদুল আরেফিন সিদ্দিক বলেন, যারা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে এ মুক্তি এনেছে তাদের ধন্যবাদ জানাই; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে; প্রতিবাদ কোন সময় অন্যায় হতে পারে না।

পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. কামরুল হাসান খান বলেন, কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতার করা হয়েছে, কেন তাদের দণ্ডাদেশ হয়েছে আর কেনইবা তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে তা জানতে চাই। অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি যখন বিশ্ববিদ্যালয় সংকটাপন্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্ররা কোন অপরাধ করেনি। তবুও তাদের যে দণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে এতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে অপমান করা হয়েছে; সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে, এটা লজ্জাকর।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এমএম আকাশ তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, দেশে জরুরি আইন জারি রয়েছে যদিও সরকার বলছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করে নিতে চায়, তবুও এখন পর্যন্ত জরুরি আইনের ছাতার তলেই কথা বলতে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে জরুরি আইন কখনও শুভ হয় না; তাই তা যত কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয় ততই মঙ্গল।

কারামুক্ত ছাত্রদের নির্যাতনের কথা

কারামুক্ত ছাত্ররা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রকাশ্যে তাদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দেননি। তবে সমাবেশের পর অডাইটার দিকে তাদের ঘিরে মধুর ক্যান্টিনে অন্যরকম এক সমাবেশের আয়োজন করে। এতে তারা গ্রেফতারের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নির্মম নির্যাতনের করুণ বর্ণনা দেন। ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মানবেন্দ্র দেব বলেন, তার প্রতিটি রাত কিভাবে কেটেছে তা তিনি জানেন না। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে হেন নির্যাতন নেই যা করা হয়নি। লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। এমনকি গুলিয়েও মারা হয়েছে। জাহেদুল ইসলাম বিপ্লব বলেন, তার পা দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে; তিনি হাঁটতে পারছেন না। কতদিনে সুস্থ হবেন তা তিনি বলতে পারছেন না। রফিকুল ইসলাম সুজন বলেন, তার বুকে লাথি দেয়া হয়েছে অসংখ্যবার। বুক-পেটে এখনও তীব্র যন্ত্রণা করছে। পায়ের তলা ফুলছে। গ্রেফতারের পর চোখ বাঁধা অবস্থায় তিনি কতদিন ছিলেন তা তিনি জানেন না। দীন ইসলাম আঞ্জেল বলেন, তাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টাইলে নির্যাতন করা হয়েছে। একেকবার তার মনে হয়েছে যে তিনি মারা যাচ্ছেন।

ছাত্রদের অভিভাবকদের কথা

সংহতি সমাবেশে কারামুক্তদের অভিভাবকরাও কথা বলেন। মানবেন্দ্র দেবের মা ডলি দেব বলেন, তার ছেলে ফিরে এসে তার বুক ভরে দিয়েছে। তার ছেলের জন্ম হয়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য। জাহেদুল ইসলাম বিপ্লবের মা শাহীন আখতার বলেন, ২৪ আগস্ট রাত ৩টায় তার দুই ছেলে ধরে নিয়ে যায়। দীন ইসলাম আঞ্জেলের বাবা ইদরিস আলী বলেন, ছেলেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসর্গ করে গেলেন। তিনি সমবেত ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মসূচি

আগস্টের ঘটনায় সারাদেশে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ করবেন। একই সঙ্গে কলা ভবন, কার্জন হল ও অপরাজেয় বাংলার চূড়ায় উড়বে কালো পতাকা। তবে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার কারাবন্দি চার শিক্ষক ও পাঁচ ছাত্রকে সংবর্ধনাকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এছাড়া ২০ আগস্টকে এখন থেকে নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবেও পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়ের করা ৫১ নম্বর মামলাসহ সারাদেশের সব মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ধানমন্ডি থানায় দায়ের করা ৭০ ও ৭২ নম্বর মামলায় আটক ভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজির ছাত্র ইমতিয়াজ বিজয়ের নিঃশর্ত মুক্তি এবং সেই সঙ্গে ওই ঘটনায় সারাদেশে গ্রেফতার হওয়া সবার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়। বুধবার বিকালে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইমরান হাবিব রনি। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সালাহ উদ্দিন ওয়াহিদ প্রীতম ও বিপ্লব মণ্ডল। সংবাদ সম্মেলনে গত বছরের ছাত্র বিক্ষোভের দিন ২০ আগস্টকে নির্যাতনবিরোধী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। একই সঙ্গে আজ বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবর্ধনা ও সংহতি সমাবেশ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হয়। বন্দি কারামুক্ত ছাত্র-শিক্ষকদের বরণ করতে তারা এ কর্মসূচি পালন করবে।